মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

প্রারম্ভিকাঃ

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় অপরিহার্য। বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। বাংলাদেশ এই সত্যকে উপলব্ধি করে গত দশক থেকে শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিতে ব্যাপকহারে কাজ করছে। এর ফলে বর্তমানে সারা দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় তেইশ হাজারের বেশি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। একটি ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, প্রোজেক্টর স্ক্রিন, সাউন্ড সিস্টেমসহ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করছে। একইসাথে শহর ও গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার প্রযুক্তিগত বৈষম্য নিরসনে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমঃ

২০১০ সালে ২৩ জন শিক্ষক নিয়ে শিক্ষককেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পরিবেশের পরিবর্তে শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে সাতটি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম কার্যক্রম শুরু হয়। জানুয়ারি ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তেইশ হাজার মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে এবং ৫৫ হাজারের বেশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণ ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে কঠিন ও বিমূর্ত বিষয়গুলো সহজে উপস্থাপনের কৌশল আয়ত্ব করেছেন।

শিক্ষক বাতায়নঃ

বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের একই প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় এটুআই প্রোগ্রাম শিক্ষক বাতায়ন ওয়েবপোর্টাল তৈরি করেছে। এটা শিক্ষকদের

পেশাগত উন্নয়নের জন্য একটা নেটওয়ার্ক হিসাবে কাজ করে। শিক্ষকগণ তাঁদের তৈরিকৃত কনটেন্ট, শিক্ষামূলক ডকুমেন্ট, মতামত, ছবি, ভিডিও এখানে শেয়ার করেন। নভেম্বর ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৩০০০ জন শিক্ষক 'শিক্ষক বাতায়ন'র সদস্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে এ পর্যন্ত শিক্ষকগণ প্রায় ২৫০০৭ টি ব্লগপোস্ট এবং প্রায় ১২০০০ ডিজিটাল কনটেন্ট আপলোড করেছেন। শিক্ষকবাতায়নের সদস্য সংখ্যা এবং কনটেন্টের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শিক্ষক বাতায়ন (www.teachers.gov.bd) -থেকে বাছাইকৃত সেরা শিক্ষকগণ এটুআই এর তত্ত্বাবধানে মডেল কনটেন্ট তৈরি করছেন। নির্বাচিত সার্টিফাইড মাস্টার ট্রেইনারদের অধীনে সেরা শিক্ষকগণ প্রাথমিকভাবে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উপর মডেল কনটেন্ট তৈরি করছে। পরবর্তীতে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, আইসিটি, ব্যবসায় শিক্ষা, কর্ম ও জীবনমূখী শিক্ষা, পদার্থ বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়সমূহও মডেল কনটেন্ট তৈরির সাথে যুক্ত হবে। নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ এই মডেল কনটেন্ট থেকে যেমন সাহায্য পাবেন তেমনি কনটেন্টসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। মডেল কনটেন্টগুলো শিক্ষকদের মানসম্মত কনটেন্ট তৈরিতে সাহায্য করবে।

অনলাইন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরির কারণঃ

গত দশক থেকে বাংলাদেশে শিক্ষায় আইসিটি'র ব্যবহার উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা দেশে দ্রুত গতিতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ছড়িয়ে পড়ছে। এই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমকে সক্রিয় রাখতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু মাঠপর্যায়ের চিত্র এখনো আশাব্যঞ্জক নয়। যেহেতু বিদ্যালয় একটি সামাজিক সংগঠন সুতরাং এর সফলতার জন্য সকলের অংশগ্রহন জরুরী। একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সেদেশের ক্লাসরুমগুলোতে কী হচ্ছে তার উপর। সুতরাং আমাদের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর মানসম্মত শিক্ষা অর্জন অনেকাংশে নির্ভরশীল। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমগুলো সচল রাখতে জেলা শিক্ষা অফিস ও জেলা প্রশাসন একযোগে কাজ করছে। এই কাজকে সহজ করতে এটুআই-এর উদ্যোগে একটি অনলাইন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের

মাল্টমিডিয়া ক্লাসরুমগুলো যেন কোন প্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন না হয় এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে সেজন্য এই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সারা দেশের সম্পূর্ণ চিত্র উঠে আসবে যার ফলে কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানকল্পে দ্রুত উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হবে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওয়েবপেইজ-এ লগ ইন করতে ভিজিট করুন mmc.e-service.gov.bd। নিচের পেজটি আসবে যেখানে মূলপাতা, আমাদের সম্পর্কে, যোগাযোগ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ট্যাব আছে। আর সর্বডানে 'লগইন' অপশনটি পাবেন। এই পেজের 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন' ট্যাব-এর মাধ্যমে যেকোন বিদ্যালয় এই সিস্টেমে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারবে।

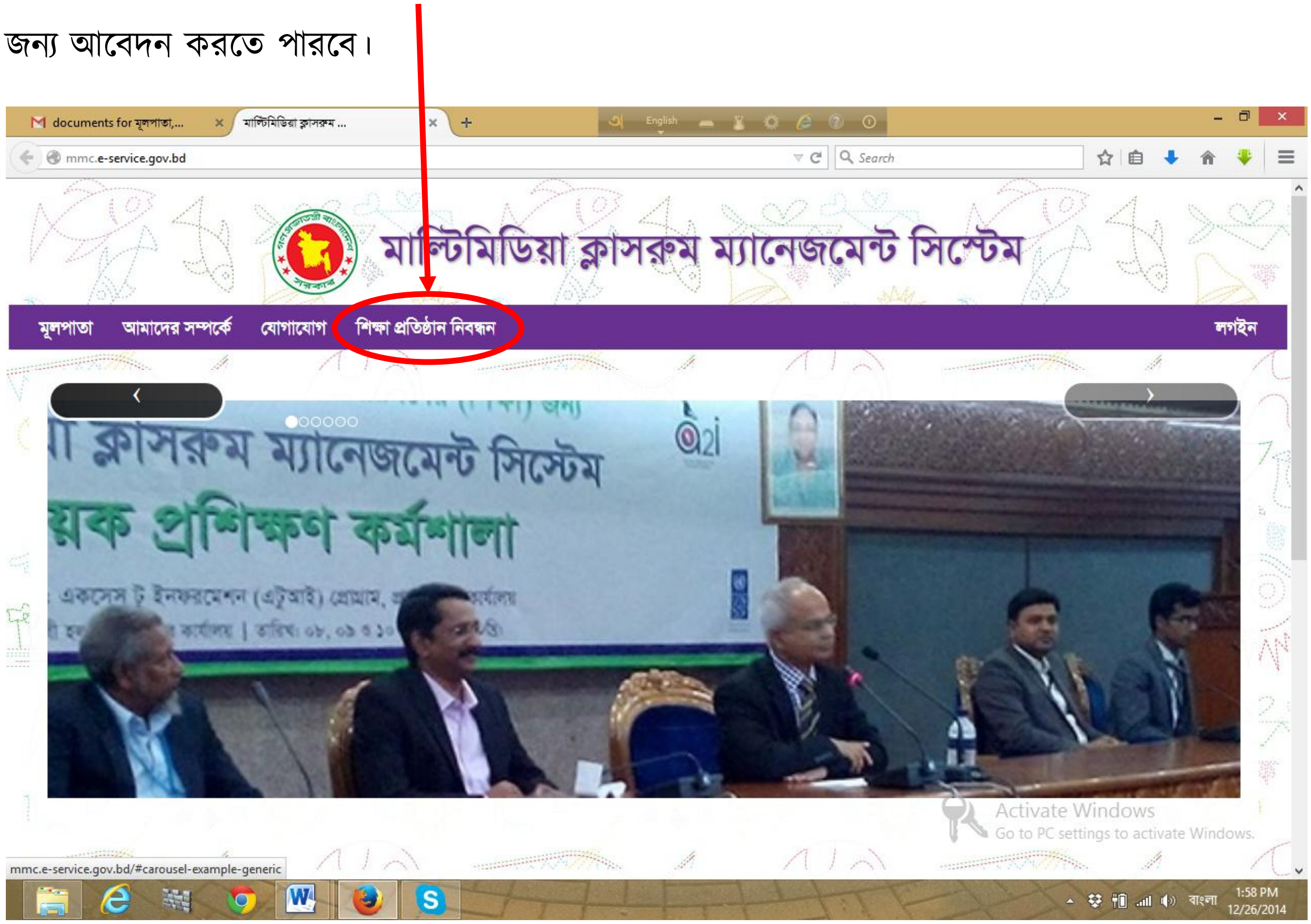

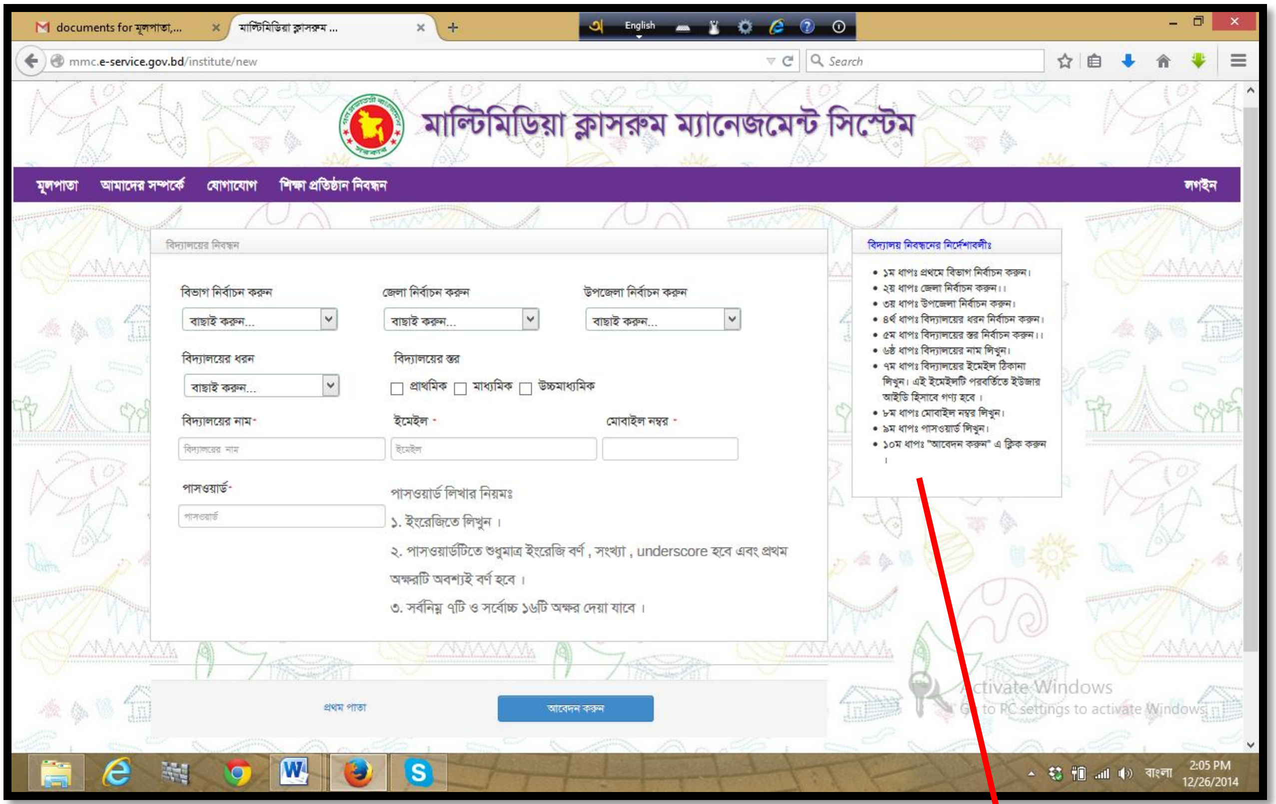

<u>শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনঃ</u>

১ম ধাপঃ প্রথমে বিভাগ নির্বাচন করুন।

২য় ধাপঃ জেলা নির্বাচন করুন।

৩য় ধাপঃ উপজেলা নির্বাচন করুন।

৪র্থ ধাপঃ প্রতিষ্ঠানের ধরন নির্বাচন করুন।

৫ম ধাপঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন।

৬ষ্ঠ ধাপঃ প্রতিষ্ঠানের কোড নম্বর লিখুন।

৭ম ধাপঃ প্রতিষ্ঠানের পর্যায় নির্বাচন করুন।

৮ম ধাপঃ প্রতিষ্ঠানের EIIN নং সম্বলিত ইমেইল ঠিকানা লিখুন।

৯ম ধাপঃ মোবাইল নম্বর লিখুন।

১০ম ধাপঃ “আবেদন করুন” এ ক্লিক করুন।

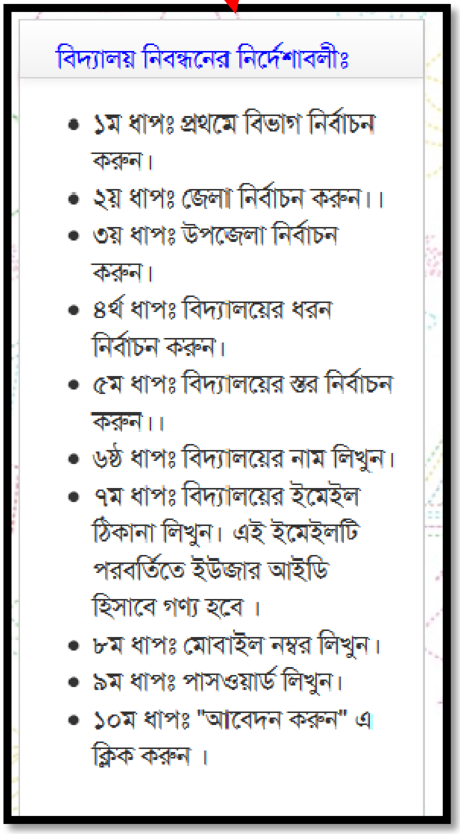

উল্লেখ্য যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন শেষ হওয়ার পরে উপজেলা এ্যাডমিন (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা) উপজেলাস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধন অনুমোদন এবং জেলা এ্যাডমিন (জেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস) সিটি কর্পোরেশনভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধন অনুমোদন দিবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে লগইনঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন হওয়ার পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করতে পারবে। লগইন এর-

১ম ধাপঃ “লগইন” এ ক্লিক করুন।

২য় ধাপঃ “ইউজার নাম” বক্সে ক্লিক করুন এবং বিদ্যালয়ের “ইউজার আইডি” লিখুন।

৩য় ধাপঃ “পাসওয়ার্ড” বক্সে ক্লিক করুন এবং বিদ্যালয়ের পাসওয়ার্ড লিখুন।

৪র্থ ধাপঃ সবুজ রঙের বক্সে “লগইন” এ ক্লিক করুন। নিচের পেজটি আসবে।

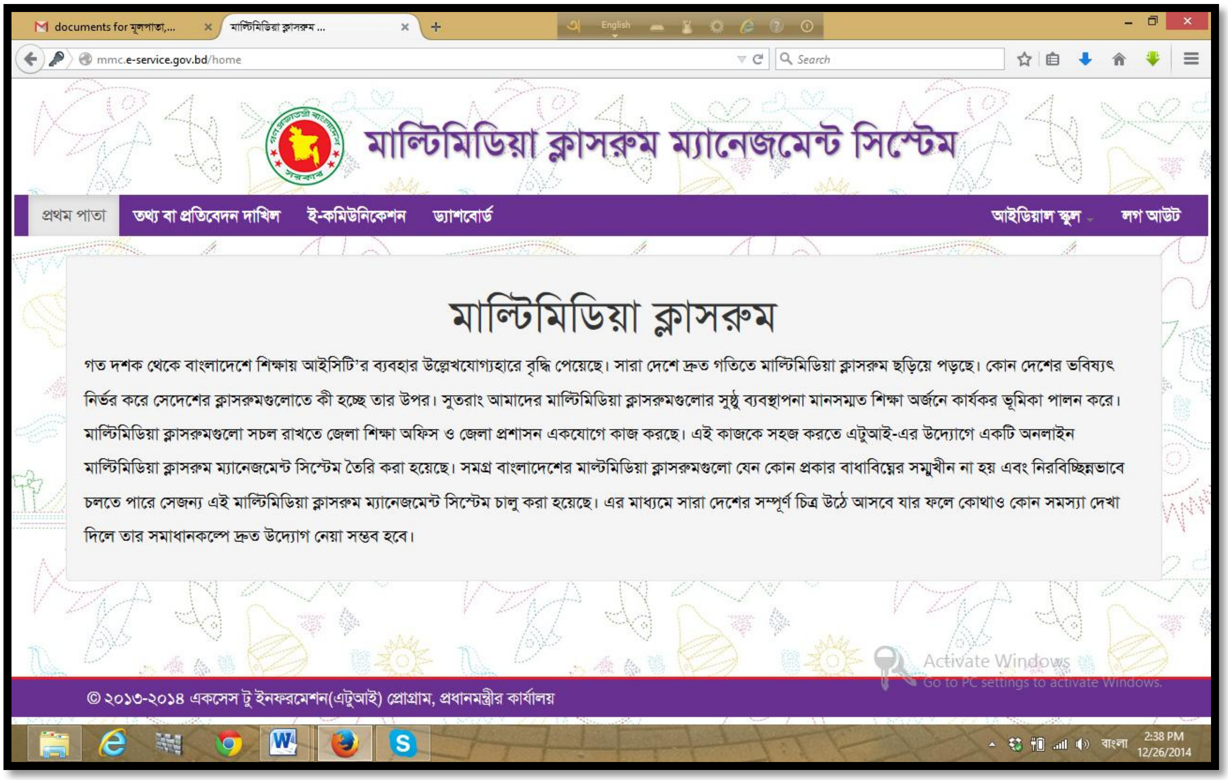

তথ্য বা প্রতিবেদন দাখিলঃ ড্যাশবোর্ডে ডাটা ইনপুট দেয়ার জন্য 'তথ্য বা প্রতিবেদন দাখিল'-এর উপর ক্লিক করুন। নিচের পেজটি আসবে।

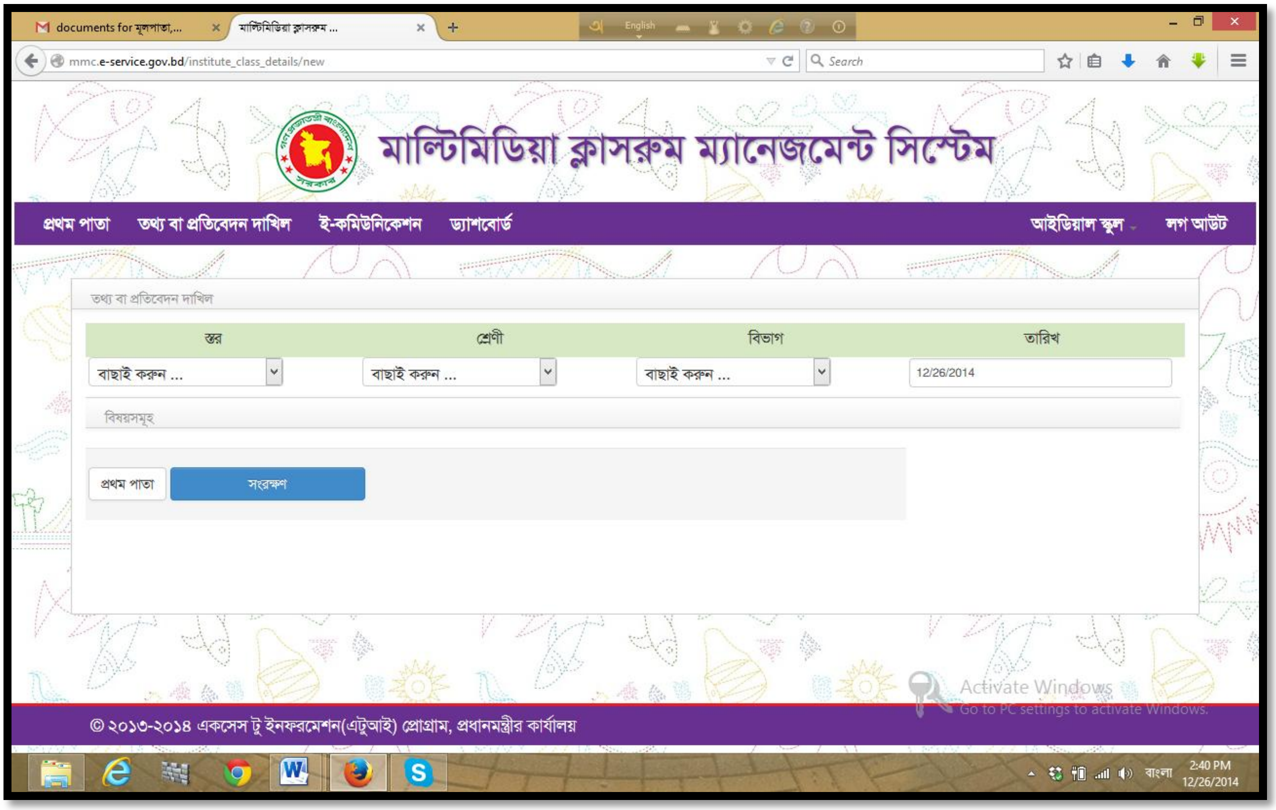

৫ম ধাপঃ বিদ্যালয়ের যে স্তরের এমএমসি ব্যবহারের তথ্য দাখিল করা হবে সে স্তর নির্বাচনের জন্য স্তর লেখাটির নিচে “বাছাই করুন” এ ক্লিক করুন এবং সংশ্লিষ্ট স্তর নির্বাচন করুন।

৬ষ্ঠ ধাপঃ যেসকল শ্রেনিতে এমএমসি ব্যবহার করা হয়েছে সেসব শ্রেণি নির্বাচনের জন্য শ্রেণি লেখাটির নিচে “বাছাই করুন” এ ক্লিক করুন এবং সংশ্লিষ্ট শ্রেণি নির্বাচন করুন।

৭ম ধাপঃ মাধ্যমিক/ দাখিল স্তরের নবম ও দশম শ্রেণি এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ১ম ও ২য় বর্ষের ক্ষেত্রে বিভাগ নির্বাচন করার প্রয়োজন হবে, এক্ষেত্রে বিভাগ লেখাটির নিচে “বাছাই করুন” এ ক্লিক করুন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ নির্বাচন করুন।

৮ম ধাপঃ তারিখ নির্বাচনের জন্য তারিখ লেখাটির নিচের বক্সে ক্লিক করে তারিখ নির্বাচন করুন।

৯ম ধাপঃ যে সকল বিষয়ে এমএমসি ব্যবহার করা হয়েছে সেসব বিষয়ের বাম পাশের বক্সে ক্লিক করে বিষয় নির্বাচন করুন।

১০ম ধাপঃ প্রতিবেদনটি সংরক্ষণ করার জন্য “সংরক্ষণ” এ ক্লিক করুন।

ই-কমিউনিকেশনঃ

১১দশ ধাপঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা যেকোন বিভাগ, জেলা, উপজেলা এডমিন ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্য “ই-কমিউনিকেশন” এ ক্লিক করুন। এই পেজটি আসবে।

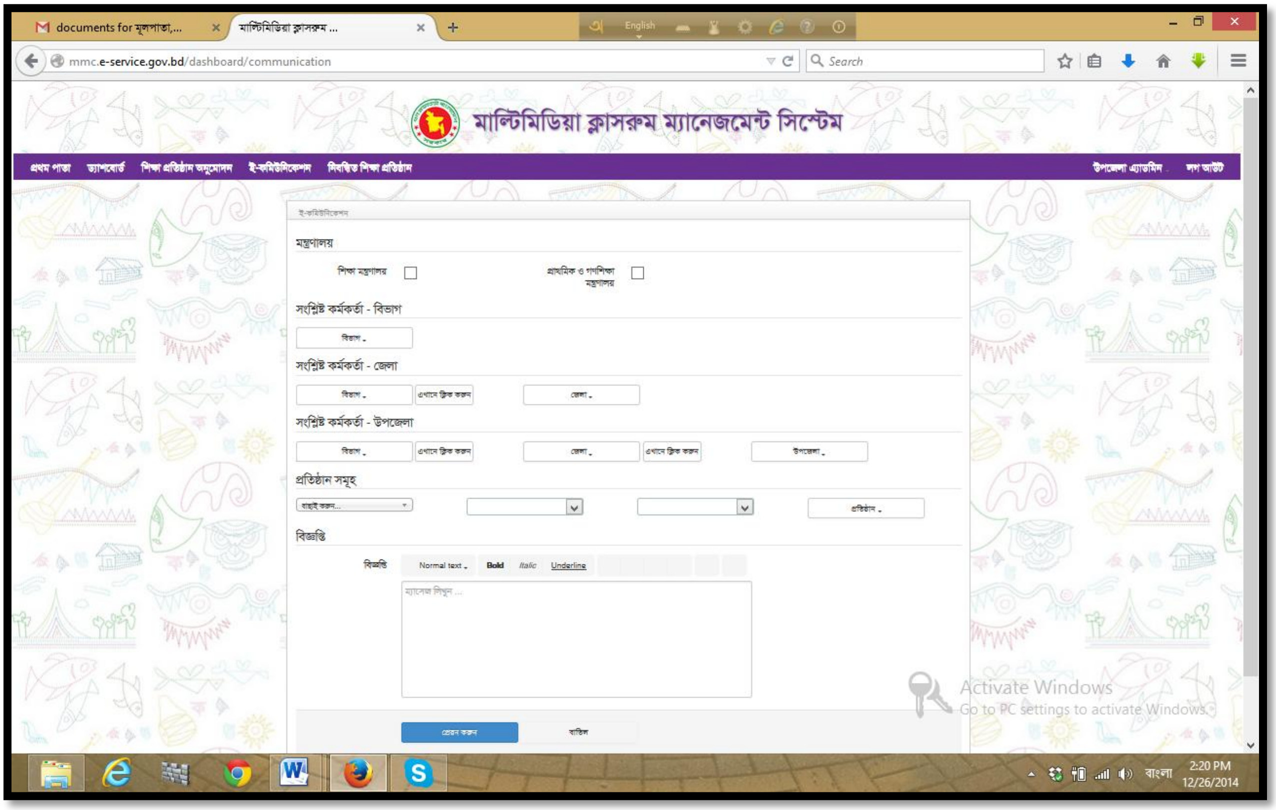

১২দশ ধাপঃ জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে বিভাগ নির্বাচনের পর “এখানে ক্লিক করুন” এ ক্লিক করার পর জেলা নির্বাচন করুন। একইভাবে উপজেলার ক্ষেত্রে বিভাগ ও জেলা নির্বাচনের পর “এখানে ক্লিক করুন” এ ক্লিক করে উপজেলা নির্বাচন করুন।

১৩দশ ধাপঃ সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্য “প্রতিষ্ঠান সমূহ” লেখাটির নিচে “বাছাই করুন” এ ক্লিক করে প্রথমে বিভাগ ও এভাবে জেলা, উপজেলা এবং সবশেষে প্রতিষ্ঠানের নামের উপর ক্লিক করুন।

১৪দশ ধাপঃ এ পর্যায়ে বিজ্ঞপ্তি টি লেখার জন্য “ম্যাসেজ লিখুন” বক্সে ক্লিক করে বার্তাটি লিখুন এবং “প্রেরণ করুন” এ ক্লিক করুন, বার্তা বাতিলের জন্য “বাতিল” এ ক্লিক করুন।

ড্যাশবোর্ডঃ

১৫তম ধাপঃ বিদ্যালয়ের এমএমসি ব্যবহারের তথ্য পাওয়ার জন্য “ড্যাশবোর্ড” এ ক্লিক করুন। ড্যাশবোর্ডে প্রবেশ করলে বামপাশে বিদ্যালয়ের সর্বশেষ দাখিলকৃত এমএমসি ব্যবহারের তথ্য দেখা যাবে।

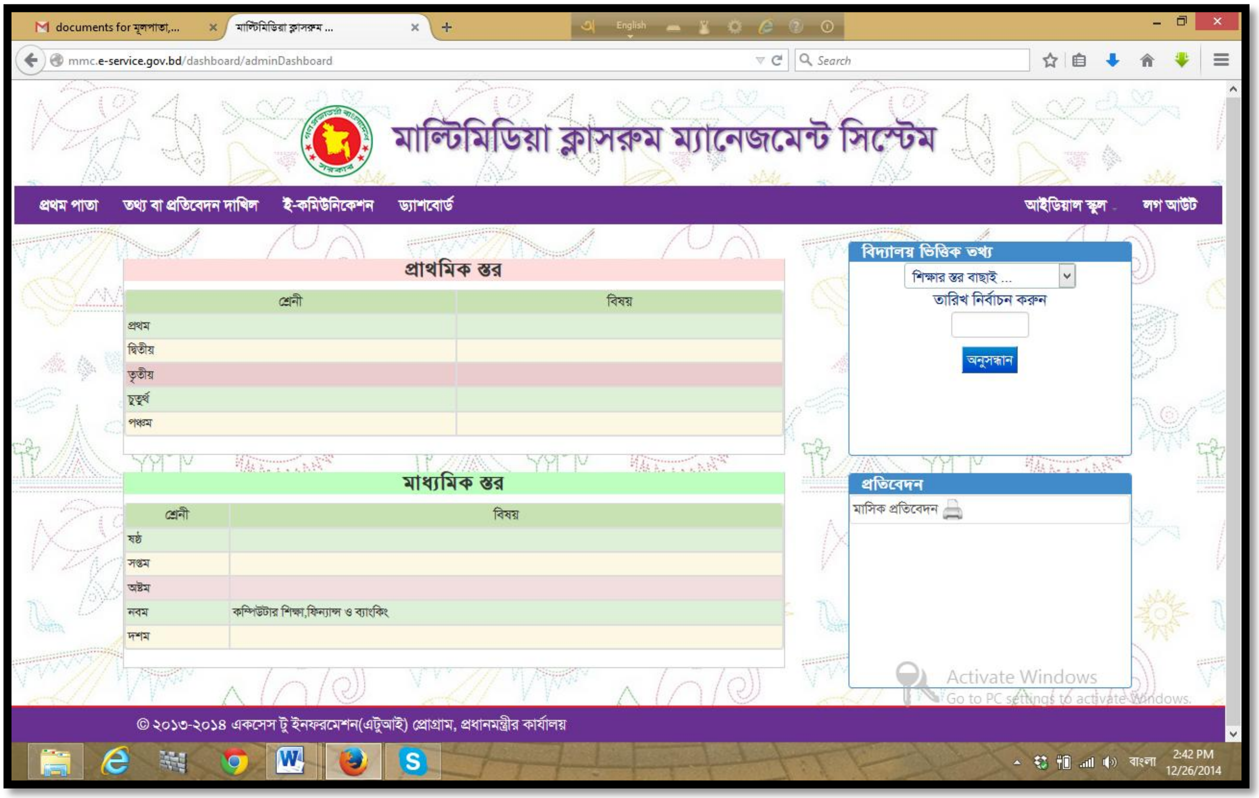

১৬তম ধাপঃ কোন নির্দিষ্ট দিনের এমএমসি ব্যবহারের তথ্য পাওয়ার জন্য ডানপাশে “বিদ্যালয় ভিত্তিক তথ্য” অংশের নিচে বিদ্যালয়ের স্তর ও তারিখ নির্বাচন করে “অনুসন্ধান” এ ক্লিক করুন।

উপজেলা এডমিনঃ

লগইনঃ

১ম ধাপঃ “লগইন” এ ক্লিক করুন।

২য় ধাপঃ “ইউজার নাম” বক্সে ক্লিক করুন এবং উপজেলার “ইউজার আইডি” লিখুন।

৩য় ধাপঃ “পাসওয়ার্ড” বক্সে ক্লিক করুন এবং উপজেলার পাসওয়ার্ড লিখুন।

৪র্থ ধাপঃ সবুজ রঙের বক্সে “লগইন” এ ক্লিক করুন। নিচের পেজটি আসবে।

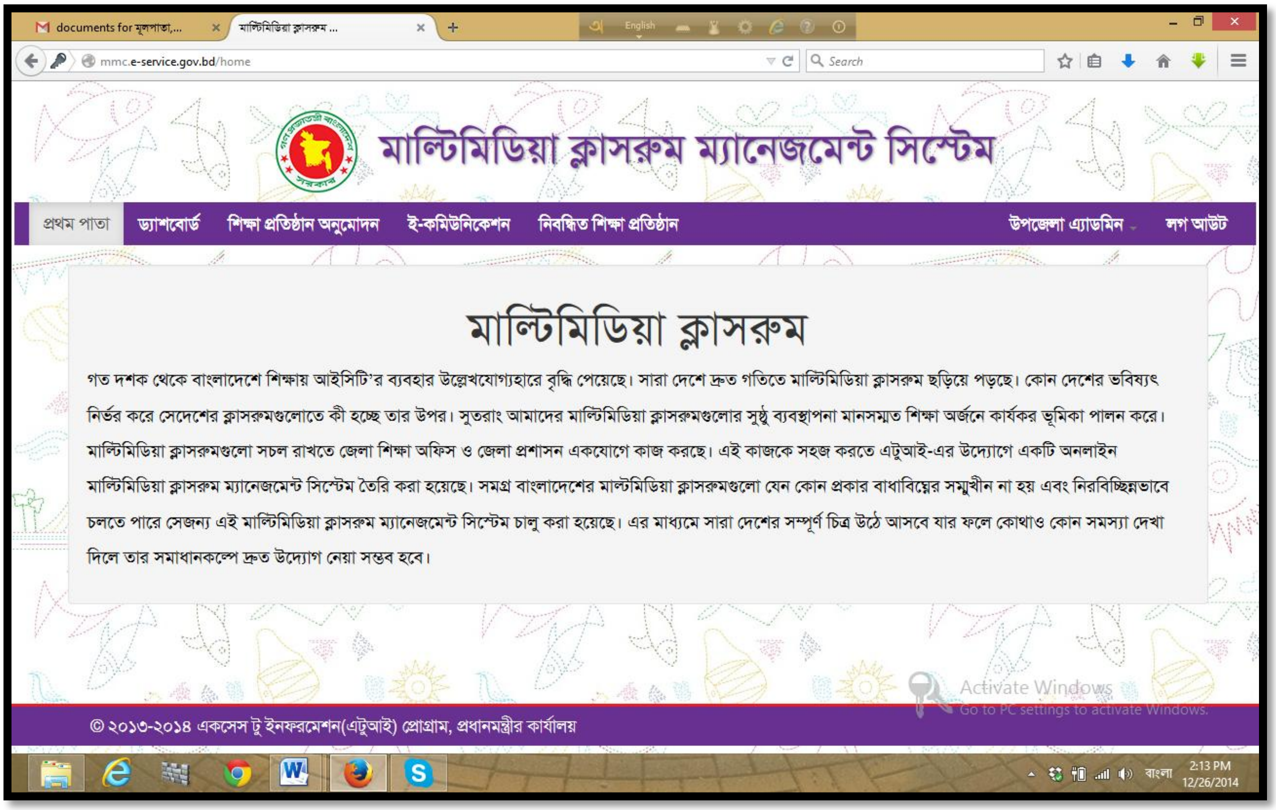

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদনঃ

৫ম ধাপঃ “শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন” এ ক্লিক করুন, অপেক্ষাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য যাচাই সাপেক্ষে আবেদন “অনুমোদন” বা “বাতিল” করুন।

ড্যাশবোর্ডঃ

- বিভিন্ন উপজেলার প্রতিষ্ঠান সমূহের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহারের চিত্র দেখার জন্য "ড্যাশবোর্ড" এ ক্লিক করুন। নিচের পেজটি আসবে।

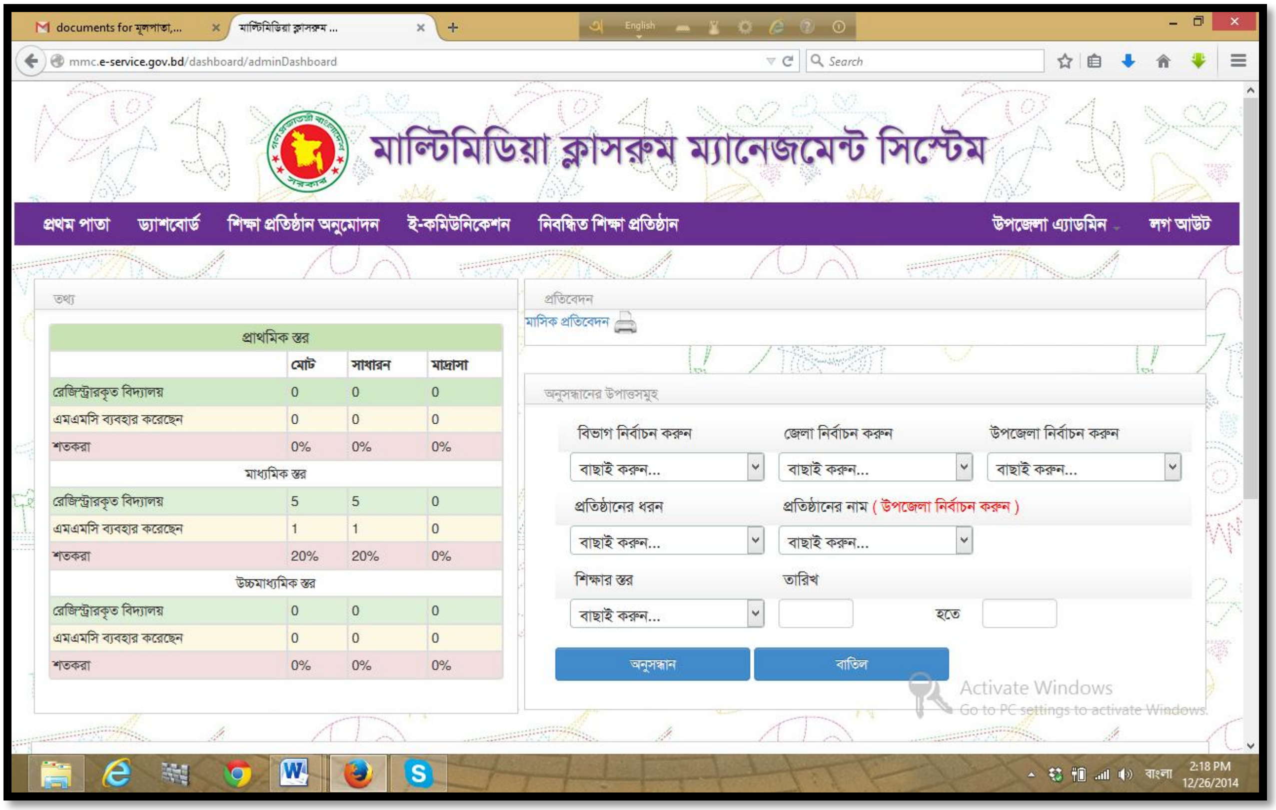

- উপজেলার মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহার ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য "মাসিক প্রতিবেদন" এ ক্লিক করুন।
- ড্যাশবোর্ডের বাম পাশে উপজেলার নিজস্ব তথ্য এবং নিচে এমএমসি ব্যবহারের চিত্র গ্রাফ আকারে পাওয়া যাবে।
- অন্যান্য উপজেলাসমূহের এমএমসি ব্যবহারের চিত্র দেখার জন্য পর্যায়ক্রমে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, প্রতিষ্ঠানের ধরন, প্রতিষ্ঠানের নাম, শিক্ষার স্তর ও তারিখ নির্বাচন করে "অনুসন্ধান" এ ক্লিক করুন।

ই-কমিউনিকেশনঃ

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা যেকোন বিভাগ, জেলা, উপজেলা এডমিন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্য “ই-কমিউনিকেশন” এ ক্লিক করুন।
- জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে বিভাগ নির্বাচনের পর “এখানে ক্লিক করুন” এ ক্লিক করার পর জেলা নির্বাচন করুন। একইভাবে উপজেলার ক্ষেত্রে বিভাগ ও জেলা নির্বাচনের পর “এখানে ক্লিক করুন” এ ক্লিক করে উপজেলা নির্বাচন করুন।
- সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্য “প্রতিষ্ঠান সমূহ” লেখাটির নিচে “বাছাই করুন” এ ক্লিক করে প্রথমে বিভাগ ও এভাবে জেলা, উপজেলা এবং সবশেষে প্রতিষ্ঠানের নামের উপর ক্লিক করুন।
- এ পর্যায়ে বার্তাটি লেখার জন্য “ম্যাসেজ লিখুন” বক্সে ক্লিক করে বার্তাটি লিখুন এবং “প্রেরণ করুন” এ ক্লিক করুন, বার্তা বাতিলের জন্য “বাতিল” এ ক্লিক করুন।

বি.দ্র: ১। উপজেলার ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড একই এবং তা ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে সরবরাহ করা হয়েছে।

২। উপজেলা এডমিন হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লগইন করতে পারবে।

নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ

"নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"-এ ক্লিক করলে নিচের পেজটি আসবে। এই পেজে নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য দেখাবে। যদি ভুলক্রমে কোনো অ-অনুমোদনযোগ্য প্রতিষ্ঠান নিবিন্ধিত হয়ে যায় তাহলে "বাতিল"-এ ক্লিক করে বাতিল করা যাবে।

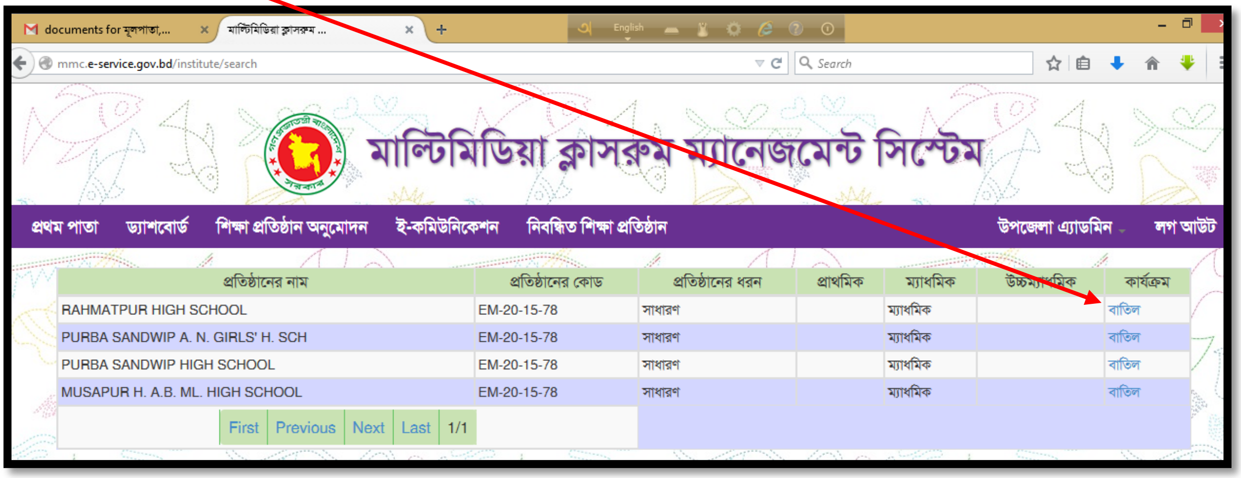

** উপজেলার ন্যায় জেলা, বিভাগীয় এ্যাডমিনগণ একই ট্যাব দেখতে পাবেন। তবু নিচে সেগুলোর বর্ণনা সংক্ষেপে দেয়া হলো।*

জেলা এডমিনঃ

লগইনঃ

১ম ধাপঃ "লগইন" এ ক্লিক করুন।

২য় ধাপঃ "ইউজার নাম" বক্সে ক্লিক করুন এবং জেলার "ইউজার আইডি" লিখুন।

৩য় ধাপঃ "পাসওয়ার্ড" বক্সে ক্লিক করুন এবং জেলার পাসওয়ার্ড লিখুন।

৪র্থ ধাপঃ সবুজ রঙের বক্সে "লগইন" এ ক্লিক করুন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদনঃ

“শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন” এ ক্লিক করুন, অপেক্ষাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য যাচাই সাপেক্ষে আবেদন “অনুমোদন” বা “বাতিল” করুন।

ড্যাশবোর্ডঃ

- বিভিন্ন জেলার প্রতিষ্ঠান সমূহের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহারের চিত্র দেখার জন্য “ড্যাশবোর্ড” এ ক্লিক করুন।
- জেলার মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহার ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য “মাসিক প্রতিবেদন” এ ক্লিক করুন।
- ড্যাশবোর্ডের বাম পাশে জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের এমএমসি ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যাবে।
- জেলার উপজেলাসমূহের এমএমসি ব্যবহারের চিত্র দেখার জন্য ড্যাশবোর্ডের ডান দিকে “উপজেলা ভিত্তিক তথ্য” ট্যাব থেকে পর্যায়ক্রমে উপজেলা, শিক্ষার স্তর ও তারিখ নির্বাচন করে “অনুসন্ধান” এ ক্লিক করুন।

ই-কমিউনিকেশনঃ

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা যেকোন বিভাগ, জেলা, উপজেলা এডমিন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্য “ই-কমিউনিকেশন” এ ক্লিক করুন।
- জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে বিভাগ নির্বাচনের পর “এখানে ক্লিক করুন” এ ক্লিক করার পর জেলা নির্বাচন করুন। একইভাবে উপজেলার ক্ষেত্রে বিভাগ ও জেলা নির্বাচনের পর “এখানে ক্লিক করুন” এ ক্লিক করে উপজেলা নির্বাচন করুন।
- সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্য “প্রতিষ্ঠান সমূহ” লেখাটির নিচে “বাছাই করুন” এ ক্লিক করে প্রথমে বিভাগ ও এভাবে জেলা, উপজেলা এবং সবশেষে প্রতিষ্ঠানের নামের উপর ক্লিক করুন।

- এ পর্যায়ে বিজ্ঞপ্তি টি লেখার জন্য "ম্যাসেজ লিখুন" বক্সে ক্লিক করে বার্তাটি লিখুন এবং "প্রেরণ করুন" এ ক্লিক করুন, বার্তা বাতিলের জন্য "বাতিল" এ ক্লিক করুন।

বি.দ্র: ১। জেলার ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড একই এবং তা ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে সরবরাহ করা হয়েছে।

২। জেলা এডমিন হিসেবে জেলা প্রশাসক, সহকারী জেলা প্রশাসক (শিক্ষা/ আইসিটি), জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লগইন করতে পারবে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ সরকার এই বিশ্বায়নের যুগে বৈশ্বিক শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন অত্যন্ত সফলভাবে। বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বৈপ্লবিক বিকাশ বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মাথাকে আরো উঁচু করেছে। আমাদের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বিশ্ব সমাজে উদাহরণ সৃষ্টি করছে। শহরের সাথে সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে প্রযুক্তির বিস্তারের ফলে শহর ও গ্রামের মধ্যকার প্রযুক্তিগত বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তোলে সুতরাং মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে আমাদেরও দায়িত্ব পালন করতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হব।

যোগাযোগ:

হেল্পলাইন নম্বরঃ 017 3006 8814
ই-মেইলঃ support@helpdesk.portal.gov.bd
ওয়েবঃ http://helpdesk.portal.gov.bd
একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫